Prof.Sk Idrish Ali,SACT,Dept.of Education,Narajole Raj College

Measurement and Evaluation in Education

পরিমাপের ধারণা

‘ পরিমাপ ’ কথাটি বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হলেও শিক্ষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর ধারণা সাধারণত পরীক্ষা - ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত । এটি মূলত পাঠ্যবিষয়গত সাফল্য নির্ধারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । ভূমিকা শুধুমাত্র অর্জিত জ্ঞানের অগ্রগতির হয় । বছরের কোনো একটি সময়ে লিখিত , মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা যাচাই করা হয় । সেজন্য পরিমাপকে বলা হয় অর্জিত জ্ঞানের যাচাইকরণ । শিক্ষার্থী কী জানে না বা কতখানি জানে না সেটিই হল এর প্রধান বিবেচ্য বিষয় । তাই পরিমাপ হল একটি বর্জন প্রক্রিয়া । সুতরাং , কেবলমাত্র পাঠ্যবিষয়কেন্দ্রিক অর্জিত জ্ঞান বা দক্ষতা নিরূপণের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা বা কৃতিত্ব যাচাই করে ।

পরিমাপ - এর সংজ্ঞা:

পরিমাপের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে S.S. Stevens বলেন , “ Measurement is a process of assigning numbers to objects according to certain rules , ” — পরিমাপ হল কোনো বস্তুকে স্বীকৃত নিয়মাবলির প্রেক্ষিতে সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা ।

Helen Stadta -এর মতে “ Measurement has been defined as the process of obtaining a numerical description of the extent to which a person or thing possesses characteristics . "

মূল্যায়নের ধারণা

বর্তমানে মূল্যায়ন ' কথাটি প্রায়শই ব্যবহৃত হচ্ছে । কিন্তু তা পরীক্ষার সমার্থক নয় । তবে পরীক্ষা হল মূল্যায়নের একটি পদ্ধতি মাত্র । মূল্যায়নের পরিধি

পরীক্ষার পরিধি অপেক্ষা অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত । এটি বিকাশমান ব্যক্তিসত্ত্বার সমস্ত দিকের হিসাব - নিকাশ পরিমাপ করে । এর উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর পরিবর্তনের বিভিন্ন দিকগুলি পরিমাপ করা । এই দিকগুলি হল — বৃদ্ধি , বিকাশ , মনোভাব , প্রবণতা , অভ্যাস , গঠনমূলক ক্ষমতা , উপলব্ধির ক্ষমতা , দৃষ্টিভঙ্গি , আগ্রহ , বুদ্ধি ইত্যাদি । এক কথায় শিক্ষার্থীর দৈহিক , মানসিক , বৌদ্ধিক ও শিক্ষাগত দিকের পরিমাপকে বলে মূল্যায়ন ।

মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং সমগ্র শিক্ষাপ্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ।

শিক্ষায় মূল্যায়নের সংজ্ঞা:

Remers and Gaze - এর মতে — অথাৎ ব্যক্তি বা সমাজ বা উভয়ের বিচারে যা ভালো বা বাঞ্ছনীয় মূল্যায়ন তাই বিবেচনা করে।

মনোবিদ Wesley বলেন , “ It indicates all kinds of efforts and all kinds of means to ascertain the quality , value and effectiveness of desired outcomes . It is a compound of objective evidence and subjective observations . It is total and final estimate . ” অর্থাৎ মূল্যায়ন হচ্ছে যাবতীয় প্রচেষ্টা ও উপায় যার সাহায্যে কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যগুলি পরিমাণগত ও গুণগতভাবে কতখানি বাস্তবায়িত হয়েছে তা পরিমাপ করা হয় । নৈব্যক্তিক প্রমাণসকল ও ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ উভয়েই এই প্রচেষ্টা বা উপায়ের অন্তর্ভুক্ত । মূল্যায়নের একটি বৈশিষ্ট্য হল এটি সামগ্রিক ও চরম নির্ধারক।

পরিমাপ ও মূল্যায়নের মধ্যে পার্থক্য

পরিমাপ ও মূল্যায়ন এ দুটির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক রয়েছে। উদ্দেশ্যের দিক থেকে মূল্যায়ন পরিমাপের চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে নিম্নে সারণির সাহায্যে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হল-

(১) শিক্ষার্থীর অর্জিত দক্ষতা বা ক্ষমতা যাচাই - এর ক্ষেত্রে এটি হল সমগ্র প্রক্রিয়ার একটি খণ্ডিত অংশ।

মূল্যায়ন ব্যাপক ও নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া হওয়ায় এটি হল শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পরিমাপ।

(২) শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব পরিমাপ ছাড়াও কৃতিত্ব ব্যক্ত করে।

পরিমাপ শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের একটি উদ্দেশ্য হল শিক্ষা ব্যবস্থাকে সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করা।

(৩) পরিমাপ শিক্ষার্থীর শুধুমাত্র বিষয়জ্ঞান যাচাই করে থাকে।

মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্ত্বার সমগ্র দিক অর্থাৎ অভ্যাস , ক্ষমতা , দৃষ্টিভঙ্গি , প্রবণতা , আগ্রহ , বুদ্ধি , মনঃপ্রকৃতি ইত্যাদি পরিমাপ করে থাকে।

(৪) মূল্যায়নে নানান কৌশল ব্যবহৃত হয়।

পরিমাপে সাধারণত আদর্শায়িত পারদর্শিতার বা শিক্ষককৃত পারদর্শিতা অভীক্ষা ব্যবহৃত হয়।

(৫) পরিমাপের কৌশলগুলি হল লিখিত পরীক্ষা , মৌখিক পরীক্ষা ও ব্যবহারিক অভীক্ষা।

মূল্যায়নের কৌশলগুলি হল পারদর্শিতার , রেকর্ড ও ডায়েরি , প্রশ্নগুচ্ছ , সাক্ষাৎকার , পর্যবেক্ষণ , বিভিন্ন ধরনের মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষা ইতাদি।

(৬) মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর বিভিন্ন দিক—শারীরিক , মানসিক , শিক্ষাগত , সামাজিক ইত্যাদি বিবেচনা করে ।

পরিমাপ প্রধানত শিক্ষাগত দিক বিবেচনা করে ।

(৭) পরিমাপ হল একটি বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া ।

মূল্যায়ন হল একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া ।

(৮) পরিমাপ শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর পরিমাণগত দিক বিচার করে।

মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর পরিমাণগত দিক ছাড়াও গুণগত দিকটিও পরিমাপ করে থাকে প্রক্রিয়া । অর্থাৎ শিক্ষার্থী বিশেষ |

(৯) মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর প্রাথমিক অভিজ্ঞতাকে বিবেচনা করা হয় এজন্য মূল্যায়ন পরিমাপ অপেক্ষা অধিকতর গণতান্ত্রিক ।

পরিমাপে সাধারণত প্রাথমিক অভিজ্ঞতা বা অর্জিত শিখন সম্পর্কীয় তথ্যসংগ্রহ করা হয় না ।

(১০) মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর ক্রমোন্নতি ও এরহার নির্ণয় করা হয় ।

পরিমাপে ক্রমোন্নতি ও এর হার নির্ণয় করা উদ্দেশ্য নয় । শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত অবস্থা নির্ণয় করা হয় ।

(১১) মূল্যায়ন একটি জটিল প্রক্রিয়া এবং সহযোগিতা প্রয়োজন হয় ।

পরিমাপ অপেক্ষাকৃত সহজ এবং সকলের সংশিষ্ট সকলের সহযোগিতা অপরিহার্য নয় ।

(১২) মূল্যায়নের একটি মাত্রা হল মূল্যমান বিচারকরণ।

পরিমাপে মূল্যমান বিচারকরণের অবকাশ নেই । কঠোরভাবে নৈর্ব্যক্তিক।

মূল্যায়নের উদ্দেশ্য

মূল্যায়ন শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানই পরিমাপ করার চেষ্টা করে না , এর উদ্দেশ্য হল শিক্ষা পদ্ধতির উন্নতি সাধন করা এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা প্রদান করা । বস্তুতপক্ষে , শিক্ষার উদ্দেশ্যের উপরই পাঠক্রমের কার্যকারিতা নির্ভর করে । মূল্যায়নের মাধ্যমে পাঠক্রম প্রণয়নের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি যাচাই করা এবং সেগুলির পরিচ্ছন্নভাবে বিন্যস্ত করা সম্ভব হয় । এমনকী উক্ত উদ্দেশ্যগুলি শিশুর আচরণের উপর কীরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে বা সেই আচরণের ধারা কী হবে তার স্বরূপটি মূল্যায়ন আমাদের কাছে উন্মোচিত করে । এই প্রসঙ্গে এর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল

(1) শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সাধন

মূল্যায়ন শুধুমাত্র ত্রুটি নির্ণয় করার মধ্যেই তার কাজ সীমাবদ্ধ রাখে না, পথনির্দেশও করে । তাই একে প্রতিকারমূলক প্রক্রিয়া হিসাবে অভিহিত করা হয় । এক্ষেত্রে প্রতিবিধানমূলক প্রক্রিয়া হিসাবে কাজ করতে গিয়ে ফলশ্রুতি হিসাবে শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন দিকগুলির পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে |

(২) শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের স্পষ্টতাদান

উদ্দেশ্য হল লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রচেষ্টা চালানো হয় । আর শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাতি পরিবর্তন আনার জন্য যে শিক্ষামূলক প্রচেষ্টা চালানো হয় তাকে

বলে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য । এক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা থাকলে মূল্যায়ন তাকে স্পষ্টতা প্রদান করতে সহায়তা করে ।

(৩) পাঠগ্রহণের প্রতি প্রেষণা সঞ্চারণ

একটি বিশেষ শিখনের ক্ষেত্রে প্রেষণা সঞ্চারণ মূল্যায়নের ভূমিকা আছে । সাধারণত পরিমাপ পদ্ধতি বর্জনমূলক হওয়ায় তা শিক্ষার্থীর দোষ বা ত্রুটি নির্ণয়ে নিযুক্ত থাকে । এর ফলে শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহী হয় এবং স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদ অনুভব করে ।

(৪) নির্দেশনা দান

ও মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করা হয় । এর ফলে শিক্ষার্থীদের বৈচিত্র্যময় আচরণ ধারার সন্ধান পাওয়া যায় । এই সমস্ত আচরণ ধারার নিরিখে তাদেরকে শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা প্রদান করা অনেক সহজ হয় । আর এই ধরনের নির্দেশনা দান অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য হয় ।

(৫) আচরণ পরিবর্তন

পরিমাণগত ও গুণগত দিক থেকে মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর আচরণ ধারা পরিবর্তনের ওয়াকিবহাল করে । শিক্ষার্থী শিক্ষাপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার আচরণ ধারার মধ্যে যে পরিবর্তন সাধিত হয় তা প্রদান করে মূল্যায়ন । অর্থাৎ জ্ঞান ,চিন্তাধারা , দৃষ্টিভঙ্গি , আদর্শ , ক্ষমতা , মূল্যবোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর কতটুকু পরিবর্তন সাধন হয়েছে তার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করে মূল্যায়ন ।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে , মূল্যায়নের উদ্দেশ্য শিক্ষার উদ্দেশ্যের পরিপূরক । যা শিক্ষাকালীন পরিবেশে অর্জিত দৃষ্টিভঙ্গি , প্রবণতা , মনঃপ্রকৃতি ইত্যাদি পরিমাপ করা মূল্যায়নের উদ্দেশ্যের গুরুত্বপূর্ণ দিক ।

মূল্যায়নের উপযোগিতা

অত্যন্ত ব্যাপক ভূমিকা পালোন করে শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়ন । এটি হল শিক্ষাপ্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ । যা মূল্যায়নের সাহায্যেই শিশুর সামগ্রিক বিকাশের পরিমাপ সম্ভব । শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষামুলক অভিজ্ঞতা নির্বাচন এবং ফলশ্রুতি হিসাবে শিক্ষার্থীর আচরণ ধারার মধ্যে পরিবর্তন যাচাইকরণের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য । সেই গুলি হলো-

(১) শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার উন্নতি সাধন

শিক্ষকের শিক্ষাদান পদ্ধতি মূল্যায়নে শ্রেণিকক্ষে সাফল্য বা অসাফল্য নিরূপণ করতে সাহায্য করে । শুধু তাই নয় , শিক্ষণ পদ্ধতির ত্রুটি সম্পর্কেও তা শিক্ষককে অবহিত করে । তার ফলে তিনি শিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে সংস্কার সাধন করতে এবং নতুন কৌশল উদ্ভাবনে এটি শিক্ষককে অনুপ্রাণিত করে ।

(২) লক্ষ্যের স্পষ্টতা দান

শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে লক্ষ্য । লক্ষ্য নির্ধারণ যদি স্পষ্ট ও যথাযথ না হয় , তাহলে বিষয়বস্তু নির্বাচন সঠিক হবেনা । এতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার উদ্দেশ্যে উপনীত হতে ব্যর্থ হবে । এক্ষেত্রে শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যাচাই করতে সাহায্য করে মূল্যায়ন

(৩) পরিমাপ পদ্ধতির উন্নতি সাধন

শিশুর শিক্ষালাভ যথাযথ হয়েছে কিনা , শিক্ষার নির্ধারিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী তার মধ্যে বাণিত পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়েছে কিনা , তার অর্জিত অভিজ্ঞতা যথাযথভাবে যাচাই করা সম্ভব হচ্ছে কিনা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য পরীক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে জানা সম্ভব নয় । শিক্ষার্থীর সাফল্য ও শিক্ষকের আশা - আকাক্ষার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য থাকে । এক্ষেত্রে এইরূপ অসংলগ্নতা দূর করতে সহায়তা করে মূল্যায়ন ।

(৪) নির্দেশনাদান

নির্দেশনার ক্ষেত্রে শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক সঠিক পথনির্দেশ করে মূল্যায়ন । মূল্যায়নের বিভিন্ন কৌশলের ভিত্তিতে শিশুর নিজস্ব ক্ষমতানুযায়ী তাকে নির্দিষ্ট দিশায় পরিচালনা করতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে মূল্যায়ন ।

(৫) পাঠক্রমের পরিবর্তন

শিক্ষার নির্ধারিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার একমাত্র মাধ্যম হল পাঠক্রম । এই পাঠক্রম যদি উদ্দেশ্যের পরিপূরক না হয় , তাহলে তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে বাতি পরিবর্তন আনা সম্ভব নয় । এর ফলে পাঠক্রমের পরিবর্তন সহজ হয়ে পড়ে । এক্ষেত্রে মূল্যায়নই আমাদেরকে যথাযথ পথনির্দেশ করতে সাহায্য করে ।

(৬) অগ্রগতির সামগ্রিক ধারণা প্রদান

মূল্যায়নের সাহায্যে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক অগ্রগতি সম্বন্ধে একটি ধারণা পাওয়া সম্ভব হয় । শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শিক্ষার্থী কতটুকু সফল হয়েছে তা যাচাই করতে সাহায্য করে মূল্যায়ন । এমনকী পরিবর্তিত আচরণের বিভিন্ন দিকগুলির তাৎপর্য নির্ণয় করতেও সহায়তা করে মূল্যায়ন ।

(৭) ধারাবাহিক পরিমাপ

মূল্যায়ন একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া হওয়ায় একমাত্র এরই মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক পরিমাপ সম্ভব হয় । বিশেষত শিখন ও শিক্ষণকালীন পরিবেশে শিক্ষার্থীর আচরণ ধারার মধ্যে প্রতিনিয়ত কীরূপ পরিবর্তন হচ্ছে তার হদিশ দিতে সক্ষম হয় মূল্যায়ন ।

সুতরাং ,উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে , শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়নের উপযোগিতা পরিলক্ষিত হয় । শিক্ষার উদ্দেশ্য , শিক্ষণ সামর্থ্য , পাঠক্রম বিশ্লেষণ , শিক্ষার পরিবেশ বিশ্লেষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ।

REFERENCE

ড. দেবাশিস পাল

ড. দেবাশিস ধর

ড. নুরুল ইসলাম